প্রিয় নবির প্রিয়গল্প

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]

বই	**প্রিয় নবির প্রিয়গল্প**
লেখক	ড. আবদুর রউফ
ভাষান্তর	মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সম্পাদনা	তিবইয়ান সম্পাদনা পর্ষদ
বানান সমন্বয়	তিবইয়ান বানান সমন্বয় পর্ষদ
প্রচ্ছদ	হাশেম আলী
পৃষ্ঠাসজ্জা	তিবইয়ান গ্রাফিক্স টিম

প্রিয় নবির প্রিয়গল্প

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]

ড. আবদুর রউফ

দারুত তিবইয়ান

প্রিয় নবির প্রিয়গল্প

ড. আবদুর রউফ

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২

প্রকাশনায়

দারুত তিবইয়ান

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১, ৫৭০ ৫৪০-০১৩১৭-৮৫ ১৩ ৮০

পরিবেশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

আল-আমানা কুতুবখানা

আশরাফুল উলূম মাদরাসা, কুষ্টিয়া।
+৮৮ ০১৭৫৭-৩৬৪ ৩৯৪, ০১৭৭৫-৪৩১ ৪৬৪

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
rokomari.com & wafilife.com -এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২৫০, UK $ 8, UK £ 7

PREO NOBIR PREO GOLPO

Writer : Dr. Abdur Rouf

ISBN : 978-984-95707-0-7

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

আমাদের হাতে বেশ কিছু পান্ডুলিপি প্রস্তুত থাকার পরও গল্পভাষ্যে নবিজীবনীর মতো একটি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত বইয়ের মাধ্যমে দারুত তিবইয়ানের প্রকাশনা শুরু করতে পেরে আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে বেশুমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় জীবন অত্যন্ত চমৎকার ঘটনা দ্বারা সাজানো হয়েছে এ বই।

ড. আবদুর রউফ রচিত আমাদের এ বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, বইটি পড়ে সকল শ্রেণির মানুষ অদ্বিতীয় মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই গ্রন্থের কিছু কিছু গল্প একটি উরদু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; পরবর্তীকালে লেখক তার বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত রচনাবলি গ্রন্থাকারে সাজাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

তাছাড়া বর্তমানে বইটি ইংরেজি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এই বই লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী এমনভাবে উপস্থাপনা করা, যাতে সকল শ্রেণির পাঠকের অন্তরে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুমহান চরিত্রের বাস্তব নমুনা অনায়াসে অঙ্কিত হয়ে যায়। বইটি সাহিত্যের অনুষঙ্গে ও সাবলীল বর্ণনায় অনন্য ও আকর্ষণীয় বই হিসেবে সকলের নজর কেড়েছে। এমনকি পাকিস্তানেও সরকারিভাবে বইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি (অ্যাওয়ার্ড) পেয়েছে।

বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলিম মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। এটিই তার প্রকাশিত প্রথম অনুবাদ। তবে আশা করি পাঠকের ভালো লাগবে। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সম্পাদনা ও বানান সমন্বয়ের কাজ করেছেন শ্রদ্ধেয় কুতুব হিলালী। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে চেষ্টায় আমরা কমতি করিনি; কিন্তু তারপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়; অনুগ্রহ করে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তীতে সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—প্রকাশক
১০ জানুয়ারি ২০২২

অনুবাদকের কথা

আমাদের সমাজে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি মানুষই গল্প পড়তে ভালোবাসেন। গল্প শুনতে ভালোবাসেন। গল্পের আসরে বুঁদ হয়ে নানারূপ কাহিনি শুনতে ক্লান্তিহীনভাবে উদগ্রীব হয়ে থাকেন। তবে সিরাত তথা নবি-রাসুলের জীবনী পড়তে বা শুনতে সবাই আগ্রহী হন না। কেবল নবিপ্রেমিকদের অন্তরেই সীরাতপাঠের অদম্য তৃষ্ণা সুপ্ত থাকে, একান্তে, ঈমানদীপ্ত হৃদয়ে, পবিত্র ও সুনিবিড় পরিসরে।

সারা বিশ্বে সিরাতকে উপজীব্য করে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মৌলিক এবং অনুবাদ মিলিয়ে সিরাত-চর্চার প্রচেষ্টা বাংলা ভাষায় একেবারে কম হয়নি। এসব সিরাতগ্রন্থের মাধ্যমে যুগে যুগে নবি প্রেমিকগণ উপকৃত হচ্ছেন। সে আলোকে তারা নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজাচ্ছেন। নবি জীবনের পুণ্যময় বর্ণালি রঙে নিজেদের তনুমন রাঙিয়ে তুলছেন।

কিন্তু যেসব পাঠক শুধুমাত্র গল্প পড়তে আগ্রহী, সাধারণ বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণমূলক চটুল ও গুরুগম্ভীর আলোচনা যাদের চিত্ত-বিরক্তির কারণ, সিরাতের সমুজ্জ্বল আলোর পরশ থেকে তারা কি বঞ্চিত থেকে যাবেন?

উম্মতের উলামায়ে কিরাম তাদের কথাও ভেবেছেন। সাধারণ অথচ কৌতূহলী মানুষের জন্য তারা কলম ধরেছেন। তাদেরকে নবি-প্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে, সুমহান সত্তার অধিকারী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোনালি জীবনের বর্ণালি দৃশ্যগুলো তাদের মানসপটে এঁকে দিতে তারা ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। রাসুলের জীবনের নানান দিক নিয়ে তারা গল্প লিখেছেন। গল্পের ভাঁজে ভাঁজে সিরাতের শিক্ষাগুলো সুন্দর করে সাজিয়েছেন। যেন শিশু-কিশোর,

যুবক-বৃদ্ধ সকল শ্রেণির পাঠক সিরাতকে জানতে পারেন। গল্পের আঙ্গিকে বিবৃত শিক্ষাগুলো হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন। সর্বোপরি তাদের মন-মনন ও হৃদয়মানসে জেগে ওঠে নবিপ্রেমের হার্দ্য শিহরণ এবং নবিভক্তির কোমল পরশ উদ্বেলিত করে তোলে তাদের তৃষিত অন্তঃকরণ।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই দারুত তিবইয়ান প্রকাশনী বক্ষ্যমাণ বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে পরিবেশন করতে প্রকাশনার কাজ হাতে নিয়েছে।

বইটি রচনা করেছেন পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ লেখক, বহু গ্রন্থপ্রণেতা ডক্টর আবদুর রউফ হাফিজাহুল্লাহ। বইটিতে তিনি রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের নানান দিক গল্পাকারে সাজিয়ে ছোট বড় সকল শ্রেণির পাঠকের জন্য উপযোগীরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি সেসময়ের পট-বিন্যাস ও প্রেক্ষাপট বুঝার সুবিধার্থে ঐতিহাসিক কিছু চিত্রও যুক্ত করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যে বইটি উর্দুভাষী পাঠকদের কাছে ব্যাপক সমাদৃতি লাভ করেছে এবং গ্রহণযোগ্যতা ও নান্দনিকতার বিচারে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ডও লাভ করেছে।

প্রিয় পাঠক, এটি আমার অনূদিত প্রথম বই। তাই কাঁচা হাতের বিচ্যুতিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কোনোধরনের অসঙ্গতি চোখে পড়লে আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। আশা করি বইটি পাঠ করে নবিপ্রেমীদের সিরাত-তৃষ্ণা কিছুটা হলেও নিবারিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

—মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান

সূচিপত্র

একটি চিরস্থায়ী ফুলের গল্প-১৫

চিরস্থায়ী ফুলের অনন্য সুবাস ১৫
সর্বশ্রেষ্ঠ ফুলটির শুভ আগমন ১৬
সর্বসেরা মানবের জন্মের উৎসব এবং একটি ভোজসভা ১৭
দুগ্ধবতী নারীর দুষ্প্রাপ্যতা ১৮
দুর্বল গাধা ও বয়স্কা উষ্ট্রী ১৯

শৈশবে শিশু নবিজি-২১

নিবিড় গ্রামে অতিবাহিত পাঁচ বছর ২১
হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ২২
পথিমধ্যে আম্মাজানের চিরবিদায় ২৩
হারানো দিনের বিস্মৃত ভালোবাসা ২৪

এক অনন্য রাখালের বিস্ময়কর গল্প-২৫

রাখাল থেকে রাহবার ২৫
অনর্থ গল্পের আসর থেকে মুক্তি ২৭
আমোদ-প্রমোদমুক্ত রাখাল ২৭
অনন্য রাখালের অপূর্ব ঘটনা ২৮

রাখাল থেকে তাজের-২৯

সিরিয়ায় প্রথম বাণিজ্যযাত্রা ২৯
সিরিয়ার দ্বিতীয় বাণিজ্যযাত্রা ৩০
ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সূচনা ৩২

যুবক মুহাম্মদ এবং খাদিজার শুভবিবাহ-৩৩

অভিজাত রমণীর জীবনকথা ৩৩
যুবক মুহাম্মদ এবং খাদিজার শুভবিবাহ ৩৪

আদর্শ বন্ধন, আদর্শ ভালোবাসা ৩৫

হাজরে আসওয়াদ নিয়ে সৃষ্ট হাঙ্গামা-৩৭

বৃষ্টির পানির স্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ ৩৮
মান্নতের মাল আত্মসাৎ ও সাপের যম ৩৮
ইউনানি তথা গ্রিক ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধান ৩৯
সহিংসতা ও গৃহযুদ্ধের ভয় ৪০
প্রিয় নবিজির দূরদর্শী সমাধান ৪০

হেরা গুহার রহস্যময় ঘটনা-৪৩

ফেরেশতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ৪৪
ফেরেশতার সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ৪৫
দ্বীনের দাওয়াত এবং দাঙ্গাবাজদের দাঙ্গা ৪৬

মানসিক হয়রানি-৪৮

নিন্দিত করার ষড়যন্ত্র ৪৯
গলায় চাদর পেঁচানোর মর্মান্তিক ঘটনা ৫০
মুহাম্মদ নাম বিকৃতি করে মুজাম্মত ৫০
উটের বর্জ্যের মর্মান্তিক ঘটনা ৫১
আবু জাহেলের ঔদ্ধত্য ৫১
সার্বিকভাবে বয়কটের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ ৫২
তায়েফের বিদ্রূপ ও কষ্ট স্বীকার ৫৩
প্রিয় নবির প্রতি ব্যঙ্গকাব্য ৫৪
দুর্ভাগা পাঁচ উপহাসকারীর পরিণাম ৫৫
ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার প্রলোভন ৫৬
মানসিক ভারসাম্য যাচাই ৫৭
মৃত্যুর অভিশাপ ৫৭

প্রাণঘাতী আক্রমণসমূহের বর্ণনা-৫৯

প্রাণঘাতী প্রথম হামলা ৫৯
অপতৎপরতা, আগ্রাসন ও সন্ধি ৬০
পাথরের আঘাতে মাথা পিষে ফেলার ষড়যন্ত্র ৬১
উমরের পক্ষ থেকে হত্যার দৃঢ়সংকল্প ৬২
নিদ্রিত অবস্থায় হত্যার অপকৌশল ৬৩
বিষমিশ্রিত তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যার অপচেষ্টা ৬৪

উহুদ যুদ্ধে হত্যার অপচেষ্টা ৬৫
তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? ৬৬
পাথরের নিচে থেঁতলে ফেলার ষড়যন্ত্র ৬৭
ভোজসভায় শেষ করে দেওয়ার প্ল্যান ৬৭
মুখোশধারী অসভ্যের দাঙ্গা ৬৮
কদমে কদমে হত্যার পরিকল্পনা ৬৮
বিষ মিশ্রিত ভুনা ছাগলের ঘটনা ৬৯
তাওয়াফ চলাকালীন নৃশংস হামলা ৭০
'আজ মুহাম্মদকে হত্যা করব' ৭১

জাদুকরের কারসাজি-৭২

জাদুর রশি ও মোমের ছড়ি ৭২
প্রিয় নবির দেহ মোবারকে জাদুর প্রভাব ৭৩
জাদুর প্রভাব দূরীকরণে কুরআনি আমল ৭৩
কিছু ভুল ধারণার নিষ্পত্তি ৭৬

মদিনায় হিজরতের গল্প-৭৭

টাউন হলের ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র ৭৭
যাবজ্জীবন কারাবন্দি, দেশান্তর অথবা হত্যা ৭৮
ইবলিসের পক্ষ থেকে হত্যার জোর দাবি ৭৮
দুশমনের নাগাল থেকে আত্মগোপন ৭৯
হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ৮০
গারে সাওরে তিনদিন ৮০
আবু জাহেলের দলবলের রাগের আগুন ৮১
পুরস্কারের লোভ ও তার পরিণতি ৮২
সুরাকার দুর্ভাগ্য ৮৩
সুরক্ষামূলক নথিপত্র ৮৪
পথিমধ্যে আশ্চর্য কিছু ঘটনা ৮৪
মদিনায় ভালোবাসাপূর্ণ অভ্যর্থনা ৮৫

বদর যুদ্ধের ঘটনাবলি-৮৭

মুসলমান ও কাফের সৈন্যদল ৮৭
কাফেরদের শোচনীয় পরাজয় ৮৮
আনন্দের মাঝে দুশ্চিন্তার ছায়া ৮৯
যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ ৯১

শোকপালনে বাধা ও প্রতিশোধের আগুন ৯২

বিজিত যুদ্ধে পরাজয়-৯৪

মক্কার কাফেরদের যৌথ-আক্রমণ ৯৪
মুসলমানদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ৯৫
নবিজির তলোয়ারের কারগুজারি ৯৬
প্রথমে বিজয় পরক্ষণেই পরাজয় ৯৭
ওয়াহশির আক্রমণে হজরত হামজার শাহাদত ৯৯
মুসলমানদের উপর পাহাড়সম বিপদাপদ ১০০
প্রত্যাবর্তনকারী শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন ১০২
দুশ্চিন্তা নিরসন ও শত্রুপক্ষের বিদ্রূপ ১০৩

মক্কা বিজয়ের গল্প-১০৫

মক্কায় প্রিয় নবির আগমন ১০৫
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ১০৭
কাবায় সংরক্ষিত মূর্তিগুলোর পরিণতি ১০৮
তাওহিদের আলোর মাধ্যমে কুফর দূরীভূত হলো ১১০

ভালোবাসা একটি নিরাপত্তামূলক মহান ইশতেহার-১১১

বিদায় হজের ঐতিহাসিক কাফেলা ১১১
হজের বিধিনিষেধ পালন ১১২
ভালোবাসা ও নিরাপত্তামূলক মহান ইশতেহার ১১২
কথা বুঝানোর অনন্য শৈলী ১১৪
ইসলামি জীবনবিধানের পূর্ণতা দান ১১৪
বিদায় হজের বিচিত্র নাম ১১৫

প্রিয় নবিজির বিদায়-১১৭

মরণব্যাধির যন্ত্রণা ১১৮
উমর নয় আবু বকর ১১৮
জীবনের সর্বশেষ দিন ১১৯
শেষ কথা শেষ চুম্বন ১২০
দাফন পূর্ববর্তী সমস্যার নিরসন ১২২
শেষ গোসল, জানাজা ও শেষ দেখা ১২৩
প্রিয় নবির কাফন-দাফনের ঘটনা ১২৪

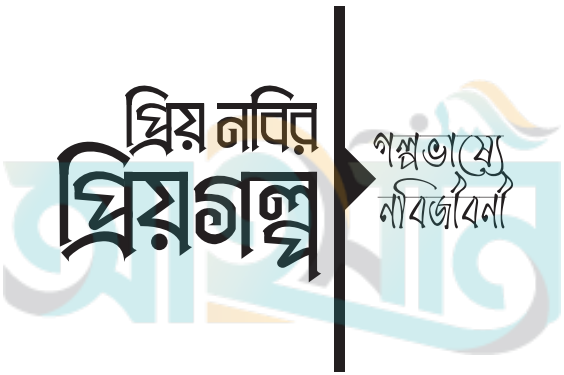
প্রিয় নবির
প্রিয়গল্প
গল্পভাষ্যে
নবিজীবনী

একটি চিরস্থায়ী ফুলের গল্প

বসন্ত হলো জনচিত্তে আনন্দ উদ্রেককারী একটি অসাধারণ মনোময় ঋতু। এই ঋতুতে প্রকৃতি সাজে নতুন সাজে। নতুন নতুন তরুলতা ও নিত্য নতুন কলির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ডালে ডালে আনন্দদায়ী মনোহারী ফুল ফোটে। রংবেরঙের পাখিদের মিষ্টি গান হৃদয়কে উদ্বেল করে তোলে। বাগবাগিচার শ্যামল-বিভা আরো চমৎকাররূপে প্রকাশ পায়। চিন্তিত মনে আনন্দরেশ ও ফুল্লতা বইয়ে যায়। মলিন চেহারায় হাস্যোজ্জ্বল লহরি ভেসে উঠে। সবমিলিয়ে যেন নবজীবনের এক সজীব প্রাপ্তি। তার পর আবার সময়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে বসন্তের উজ্জ্বলতা কমতে থাকে। তরতাজা ফুলগুলো শুকাতে শুরু করে। উল্লসিত ফুলগুলো নিস্তব্ধ হতে শুরু করে। একসময় এসে নিজের সুগন্ধিগুলোও খুইয়ে বসে। আর মানুষ ও প্রকৃতির যথাবিহীত সৌন্দর্যবোধ পরবর্তী-বসন্তের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকে, আরও উদ্‌গ্রীবরূপে, আরও অনন্য অসাধারণ উজ্জ্বলতায়।

চিরস্থায়ী ফুলের অনন্য সুবাস

সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগের কথা। এই পৃথিবীতে এমন এক চিরবসন্তের আগমন ঘটে, যে বসন্ত শুরু হয়েও কেমন যেন শেষ হতে চাইছিল না। হ্যাঁ, সে বসন্তই পৃথিবীর কোনো এক বাগানে অসাধারণ একটি ফুল ফুটিয়েছিল; যার সুবাস ছিল হৃদয় উৎফুল্লকারী ও সতেজতা-সৃষ্টিকারী। তার পর একসময় ধীরে ধীরে বসন্ত বিদায় নেয়, শরৎ অতিবাহিত হয়, গ্রীষ্ম চোখ মেলে তাকায়, শীতকালীন আর্দ্রতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়; এবং গাছপালা-তরুলতা নিজস্ব সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। পাখিরাও কেমন যেন নিজেদের সুমিষ্ট মধুর গানগুলো গাইতে ভুলে যায়।

কিন্তু সময়ের বিস্বাদ ও বিরস শ্যাওলাগুলো সেই চিরস্থায়ী ফুলটিতে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারল না। বরং ফুলটির সুবাস দিন দিন বেড়েই চলতে থাকে। এমনকি

বাতাসের ঝাপটায় পৃথিবীর অসংখ্য বাগানে সেই ফুলের বীজ ও কলিগুলো আরও প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই যেন পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে রংবেরঙের ফুলের মেলা জমিয়ে ফেলে। যে ফুলগুলোর সুবাস ছিল চিরস্থায়ী; সকল ঋতুতেই পাখিরা সেগুলোর আশেপাশে আনন্দ, ভালোবাসা ও উৎসর্গমূলক গান গাইত। তাদের মলিন চেহারায় ফুটে উঠত হাস্যোজ্জ্বল আভা। সবমিলিয়ে, বিশ্ব যেন এক নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

সেই সুন্দর ফুলটি আজও সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি বাগানের আদর্শ এক সৌন্দর্য হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিটি ভূখণ্ডের মানুষ চিরস্থায়ী এই ফুলটির সুবাস উপভোগ করে আসছে। মজার ব্যাপার হলো, সময়ের গতিময়তায় তার সুবাস দিন দিন বেড়েই চলছে। আজও বিশ্ববাসী স্বীকার করতে বাধ্য যে, এমন এক অসাধারণ ও প্রাতিস্বিক ফুল কোনো একদিন পৃথিবীর কোনো এক বাগানে ফুটেছিল, যা এর আগে কোনোদিন কোথাও ফুটেনি এবং সামনেও আর কখনো ফুটবে না। এই ফুলের গল্পগুলো কতই না সুন্দর, হৃদয়গলানো ও চিত্তহারী!

সর্বশ্রেষ্ঠ ফুলটির শুভ আগমন

আরব ভূখণ্ডের প্রসিদ্ধ নগরী মক্কা শহর, সেখানে বহুল প্রতীক্ষিত এক বসন্তে সবার প্রিয় এই ফুলটি ফুটেছিল। সে শহরের পঞ্জিকা অনুযায়ী ও প্রসিদ্ধ মতে, দিনটি ছিল আম্মুল ফিল-এর (যে বছর হস্তিবাহিনী কাবাগৃহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিল) ১২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল।[১] বরেণ্য এই ফুলটির নাম (পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব) হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি জন্মেছিলেন এইদিনে। যার সম্মানিত পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মমতাময়ী মাতার নাম আমিনা।

আবদুল্লাহ ছিলেন একজন সচ্চরিত্রের অধিকারী উদ্যমী যুবক। আর আম্মাজান আমিনাও ছিলেন যোগ্য স্বামীর মতো সচ্চরিত্রের অধিকারিণী একজন সুযোগ্য স্ত্রী। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা ছিলেন আবদুল মোত্তালিব। যিনি আরবের প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের নেতা ছিলেন। পবিত্র মক্কা নগরী তার নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো। তাছাড়া প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা-পিতা উভয়ের দিক থেকেই আকাশচুম্বী বংশমর্যাদা ও সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন।

আগেকার যুগে আরবের একটি প্রথা ছিল, যখন কোনো বিবাহ সংঘটিত হতো, তখন নতুন বর কিছুদিন কনের বাড়িতে থেকে যেত। সেই প্রথা অনুযায়ী পিতা আবদুল্লাহ

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড : ১, পৃ.১৫৮।

বিয়ের পর নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী আমিনার বাড়িতে তিনদিন অবস্থান করেন। তার পর স্ত্রী আমিনাকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহর সিরিয়ায় যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে তিনি সিরিয়ায় চলে যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে আবার নিজের জন্মস্থান মক্কায় ফিরতে চাইলেন। পথিমধ্যে মদিনায় অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হঠাৎ তিনি সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কে জানত, তার এই অসুস্থতাই তাঁর সম্মানিত পিতাকে সন্তানহারা করে ছাড়বে। প্রিয়তমা স্ত্রীকে বিধবা করে ফেলবে। ধীরে ধীরে আবদুল্লাহর অসুস্থতা ঘোরতর হয়ে উঠে। একপর্যায়ে তিনি ইহকাল ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। অবশেষে তাঁকে মদিনাতেই দাফন করা হয়।[২]

ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যুর খবর মক্কায় পৌঁছতেই পরিবারে যেন শোকের এক মহাপ্লাবন নেমে এল। প্রিয় স্বামীর বিচ্ছেদে অপূর্ণ স্বপ্নের বেদনায় বিবি আমিনা ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন। যুবক সন্তানের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে আবদুল মুত্তালিব খুবই ব্যথিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন।

সর্বসেরা মানবের জন্মের উৎসব এবং একটি ভোজসভা

কিছুদিন যেতে না যেতেই দুখিনী স্ত্রী আমিনার গর্ভে ফুটফুটে একটি শিশুসন্তান জন্ম নেয়। এতে করে বিবি আমিনার স্বামী হারানোর বেদনা কিছুটা লাঘব হতে থাকে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিব নাতির আগমনবার্তা পেয়ে খুশিতে আত্মহারা। সকল ব্যস্ততা উপেক্ষা করে পুত্রবধূর ঘরে দ্রুত ছুটে এলেন এবং নাতিকে স্নেহের কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে খেতে কাবাগৃহে প্রবেশ করে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর নাতির জন্য প্রাণভরে দুআ করলেন। এবং ফিরে এসে নাতিকে অত্যন্ত যত্ন-সহকারে পুত্রবধূ আমিনার কোলে তুলে দেন।

খুব ভেবেচিন্তে তিনি নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মদ।[৩] এটি একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ 'প্রশংসিত'। তখন এই শব্দে নাম রাখার প্রচলন না থাকলেও আরবি ভাষায় এটি একটি অর্থপূর্ণ চমৎকার শব্দ। তাই তিনি এই নামটিই পছন্দ করলেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মোবারকের সপ্তম দিনে আবদুল মুত্তালিব একটি দামি উট জবাই করে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। সেখানে কুরাইশ বংশের সকলকে দাওয়াত করেন। খাবার-দাবার সেরে অতিথিরা আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি নবজাতক শিশুর নাম রাখার ক্ষেত্রে নিজের

[২] জাদুল মাআদ, খণ্ড : ১, পৃ.১৮।
[৩] ইবনে হিশাম, পৃ.১৫৮

পূর্বপুরুষদের নামকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ধরনের নাম বাছাই করলেন কেন?' আবদুল মুত্তালিব উত্তরে বললেন, 'আমি চাই এই শিশু স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিকট নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সর্বত্র প্রশংসিত হোক।'

দুগ্ধবতী নারীর দুষ্প্রাপ্যতা

মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাঝে একটি প্রথা ছিল। যখন কোনো নবজাতক শিশু অষ্টম দিনে পদার্পণ করত, শিশুটিকে দুগ্ধবতী কোনো মহিলার নিকট অর্পণ করা হতো। আর সে যুগে দুগ্ধবতী মহিলারা শহরের আশপাশের গ্রামেগঞ্জে বসবাস করত। দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে দুগ্ধদানের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকত। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে তারা গ্রামেগঞ্জে মাঠে-ময়দানে তথা খোলামেলা স্থানে নিয়ে যেত। নিজেরাই তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালনপালনের কাজে নিয়োজিত থাকত। এক্ষেত্রে শিশুর অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিশেষ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হতো। এই পেশাদার মহিলাদের অধিকাংশই মক্কায় এসে নিজেদের পছন্দমতো দুগ্ধপোষ্য শিশু খুঁজে নিত। লালনপালন করতে করতে যখন তারা একটি নির্দিষ্ট বয়সে পদার্পণ করত, মাতাপিতার নিকট ফিরিয়ে দিয়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করে নিত।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের কিছুদিন পর মক্কার আশপাশের গ্রামগঞ্জের কিছু মহিলা দলবদ্ধ হয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে শহরে আসে। আর সে-ই দলে একজন দুর্বল ও বৃদ্ধা মহিলা ছিল। যার নাম ছিল হালিমাতুস সাদিয়া। সেদিন দলের সকল মহিলাই মোটামুটি দুগ্ধপোষ্য শিশু পেয়ে যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দুর্বল ও বৃদ্ধা মহিলা হালিমার কোল ছিল একেবারেই শিশুশূন্য। এদিকে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত মাতা আমিনা প্রায় সকল দুগ্ধবতী মহিলার সঙ্গে এই ফুটফুটে শিশুটির দুগ্ধপানের বিষয় কথা বললেন। কিন্তু তারা কেউই আমিনার ফুটফুটে এই শিশুকে দুগ্ধপোষ্য হিসেবে নিতে রাজি হলো না। তারা মনে মনে ভয় করছিল যে, এই শিশুটি তো এতিম। সুতরাং তাকে দুগ্ধপোষ্য হিসেবে নিয়ে দুগ্ধপান ও লালনপালনের পর আমরা কি সঠিকভাবে ন্যায্য মূল্য আদায় করতে পারব? একপর্যায়ে মা আমিনা তার নিজ সন্তান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বিবি হালিমার নিকটও গেলেন। কিন্তু বিবি হালিমাও অন্যদের মতো চিন্তা করলেন যে, এই এতিম শিশুটিকে নিয়ে আমাদের কী লাভ? কারণ বাচ্চাটির বিধবা মা তার দুগ্ধপান ও লালনপালনের ন্যায্য খরচ আদায় করতে সক্ষম নন। ফলে তিনিও প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুগ্ধপোষ্য হিসেবে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

ইতোমধ্যেই দুগ্ধবতী মহিলারা মরুভূমির দিকে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু বিবি হালিমা তখনো কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশু পেলেন না। ফলে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং

অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। অবশেষে নিজের স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে বললেন, 'আমরা কি তাহলে খালি হাতেই ফিরে যাব! এর চেয়ে ভালো হবে যদি ঐ এতিম শিশুটিকে নিয়ে যাই, যাকে কেউই দুগ্ধপোষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।' স্বামী হারিস বিবি হালিমার পরামর্শটি পছন্দ করলেন। ফলে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এটিই ভালো হবে। কারণ, হতে পারে এতেই আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে।' অবশেষে বিবি হালিমা আমিনার প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুগ্ধপোষ্য হিসেবে কোলে তুলে নেন।[৪]

দুর্বল গাধা ও বয়স্কা উষ্ট্রী

কাজকর্ম সেরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজেদের দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রামের তাঁবুতে ফেরার প্রস্তুতি নেন। বিবি হালিমার নিকট আরোহণের জন্য শুধুমাত্র একটি মেটে রঙের হ্যাংলা-পাতলা গাধা এবং দুধ দোহনের জন্য একটি বয়স্ক উষ্ট্রী ছিল। সে সময় মক্কার আশপাশের এলাকাসমূহে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া বিস্তার করছিল। ফলে প্রাণীর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা খুবই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। আসার সময় বিবি হালিমা তার ক্ষুধার্ত ও দুর্বল গাধায় আরোহণ করে অতি কষ্টে মক্কায় পৌঁছেন। রাস্তায় তার গাধা অন্যদের গাধা থেকে বারবার পিছিয়ে পড়ত। ফলে তার অন্যান্য সঙ্গিনীরা খুব বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন।

বিবি হালিমা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে তুলে নেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দুগ্ধপোষ্য এই শিশুটিকে কোলে তুলে নিতে না নিতেই বিবি হালিমার স্তনে পর্যাপ্ত দুধ নেমে এল। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃপ্তির সঙ্গে দুধ পান করেন। সঙ্গে বিবি হালিমার সন্তান অর্থাৎ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধভাইও প্রাণভরে দুধ পান করেন। এমন অভাবনীয় প্রাপ্তি ও সুবর্ণ সৌভাগ্যে বিবি হালিমা সেদিন খুবই আনন্দবোধ করেন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এর আগের দিন রাতেও তাদের বাচ্চাটি দুধ না পেয়ে কান্নাকাটি করেছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অত্যন্ত পেরেশানি নিয়ে অনিদ্র রাত্রি কাটাতে হয়েছিল। তাছাড়া তাদের উষ্ট্রী থেকেও সহজে দুধ পাওয়া যেত না।

কারণ উষ্ট্রী ছিল খুবই বয়স্কা। তার স্তন ছিল একেবারেই শুষ্ক। কিন্তু আজ হালিমার স্বামী হারেস দুধ দোহনের জন্য গিয়ে দেখেন তার স্তনদুটি দুধে ভরপুর। তাই বেশি করে

[৪] আনসার আল আশরাফ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৩। উসদুল গাবা, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪২৮।

দোহন করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তৃপ্তিসহ পান করলেন এবং খুব প্রশান্তিতে রাত্রিযাপন করলেন।

সকালে হারিস বিবি হালিমাকে অবাক কণ্ঠে বললেন, হালিমা! আমার নিশ্চিত ধারণা, আমরা যে দুগ্ধপোষ্য শিশুটি এনেছি, সে তো বরকতের এক অপরূপ ভাণ্ডার। বিবি হালিমা মৃদু হেসে বললেন, আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। দেখলে না, যখনই আমরা শিশুটি কোলে তুলে নিয়েছি, তখন থেকেই আমাদের উপর অসংখ্য নেয়ামত ও বরকতের বারি বর্ষণ হয়ে চলছে।

বিবি হালিমা যখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে তুলে নেন এবং গ্রামের দিকে ফেরার লক্ষ্যে কাফেলার সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে সেই দুর্বল গাধায় আরোহণ করেন, মহান আল্লাহর কুদরত! আসার সময় যে দুর্বল গাধার ধীর গতির ফলে সকলে তার ব্যাপারে বিরক্তবোধ করেছিল, সেই দুর্বল গাধাই এখন বারবার সকলের সামনে অগ্রসর হয়ে সকলকে অবাক করে তুলল। কয়েকজন মহিলা তো বলেই ফেলল যে, আরে হালিমা! একটু ধীরে চল না। দুর্বল যে গাধাটি নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে গ্রাম থেকে বেরিয়েছিলে, সে গাধাটি কোথায়?

হালিমা যখন বললেন, এটিই সেই দুর্বল গাধা।

তারা কেউই সহজে বিশ্বাস করতে চাইল না। অবশেষে পড়ন্ত বিকেলে দিনমণি আলো বিকিরণ করতে করতে দুর্বল ও ফিকে হয়ে গেল। দিনমণি প্রকৃতি থেকে লুকিয়ে যেতে লাগল। প্রকৃতি আঁধারের চাদরে ঢেকে যাওয়ার উপক্রম হলো।

হালিমা আনন্দচিত্তে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে গ্রামের তাঁবুতে পৌঁছে গেলেন।

শৈশবে শিশু নবীজি

বিবি হালিমা ভাগ্যের তারকা গুনতে গুনতে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেন। ঘটনাক্রমে ঐ বছর এত দুর্ভিক্ষ ছিল যে, চারণভূমি এবং বাগানগুলো ছিল একেবারেই সবুজশূন্য। ফলে তখন রাখালরাও অত্যন্ত কষ্টে জীবনযাপন করছিল। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, চারণভূমি থেকে যখন বিবি হালিমার বকরি ফিরত, ওলান ভরতি দুধ নিয়েই ফিরত। আর অন্যরা যখন নিজেদের বকরির দুধ দোহন করতে যেত, তখন স্তন একেবারে শুকিয়ে যেত। ফলে ফোঁটা মাত্র দুধ নেমে আসত না। অথচ বিবি হালিমার বকরির ওলানে দুধের অভাব বলতেই কিছু ছিল না। স্বামী-স্ত্রী খুব তৃপ্ত হয়ে দুধ পান করতেন। এবং বাচ্চাদেরও পান করাতেন। গ্রামের অন্যান্য রাখালরা হালিমার বকরি দেখে খুব ঈর্ষান্বিত হতো। ফলে তারা লক্ষ রাখত, হালিমার বকরি কোথায় চরানো হয়। হালিমার বকরি যেখানেই চরানো হতো, তারাও সেখানে চরাতো। কিন্তু কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতো না। বরং দুধ দেওয়া তো দূরের কথা, আগের মতো ক্ষুধা আর তৃষ্ণা নিয়েই ফিরত। ঘরে ঘরে আলোচনা তুঙ্গে উঠল যে, বিবি হালিমা যে দুগ্ধপোষ্য শিশুটি নিয়ে এসেছে, তার মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো বরকতময় রহস্য নিহিত আছে।

নিবিড় গ্রামে অতিবাহিত পাঁচ বছর

বিবি হালিমার একটি মেয়ে সন্তান ছিল। উত্তম চরিত্র ছিল যার বারোমাসি পোশাক। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ছিল তার অগাধ ভালোবাসা। এমনকি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে-ই নিয়মিত খাবার-দাবার করাতো।[৫] বিবি হালিমা প্রতি ছয় মাস পরপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে মক্কায় আসতেন এবং মুহতারামা মাতা আমিনা-সহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে

[৫] সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬১।

সাক্ষাৎ করিয়ে নিতেন। সময়ের হাত ধরে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন দুই বছর হলো। নিয়ম অনুযায়ী তার দুধ ছাড়ানো হলো।

তখন তিনি দেখতে ছিলেন যেমন সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি ছিলেন সুদর্শন এবং দৃষ্টিনন্দন। আর বিবি হালিমা দুধ ছাড়ানোর কাজটা ঠিক এ সময়ই করলেন এবং তাঁকে মা আমিনার নিকট নিয়ে এলেন।

আহ, সেদিন এতিম দেখে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেউ দুগ্ধপোষ্য হিসেবে নিতে রাজি হয়নি! কতই না অসহায়ত্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। অবশেষে বিবি হালিমার অন্তরে বুকভরা ভালোবাসা জন্ম হয়। যার ফলে আজও তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশ কিছুদিন রাখার পর আরও কিছুদিন নিজের কাছে রাখার আশা লালন করে মা আমিনার নিকট সে আশাটি ব্যক্ত করেন।

তিনি বারবার করে বললেন যে, বর্তমানে মক্কায় ব্যাপকভাবে মহামারী তথা প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া আপনার বাচ্চার শরীর-স্বাস্থ্য গ্রামের খোলামেলা পরিবেশে বেশ উন্নতি লাভ করেছে। তাই ভালো হতো, যদি আপনি আপনার সৌভাগ্যশালী এই সন্তানকে এমন মুহূর্তে এখানে না এনে, গ্রামের খোলামেলা পরিবেশে আরও কিছুদিন আমার কাছে রাখার অনুমতি দিতেন। যেহেতু বিবি হালিমার কারণ দর্শানো ছিল যুক্তিযুক্ত। তাই মা আমিনা তার আবেদনকে উপেক্ষা না করে, আরও কিছুদিন কলিজার টুকরা সন্তানটিকে চোখের আড়ালে রাখতে রাজি হলেন। এবং বিবি হালিমার কোলে সোপর্দ করলেন।[৬]

বিবি হালিমার স্নেহের আঁচলে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। পাশাপাশি নিজের দুধ ভাইয়ের সঙ্গে বেশি বেশি বকরি চরানোর জন্য মাঠে-ময়দানে যাওয়া আরম্ভ করলেন। যদিও এটি ছিল তার বকরি চরানোর প্রথম ধাপ। তবে উপকারী এবং উত্তম এই কর্মে নিয়োজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত তার জীবনে একাধিক রয়েছে। কারণ, তিনি পরবর্তী জীবনে মক্কায় আত্মীয়স্বজন-সহ অন্যদের বকরিও কয়েক বছর চরিয়ে ছিলেন। বকরি চরানোকে কেন্দ্র করে সেই শৈশবেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টিকুল সম্পর্কে চিন্তা-ফিকিরের অনুপম সুযোগটি পেয়ে যান। আর পরবর্তীকালে বকরি চরানোর অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গটি তিনি গর্বভরে বারবার উল্লেখ করতেন এবং মহান রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করতেন।

হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, বিবি হালিমা চিন্তা করলেন যে, তাকে এখন তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত। তাই

[৬] আর রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ৭৩।